The Dhaka University Journal of Linguistics: Vol. 14, No. 27-28, Published by the Registrar, University of Dhaka, ISSN 2075-3098

বয়সভেদে বাংলাভাষায় সংকেত মিশ্রণের প্রবণতা: একটি ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

মোবাশ্বেরা ইসলাম*

Abstract: In today's world Code-mixing is a common phenomenon in communication. This research aims to do a linguistic investigation of the tendency of code-mixing in the Bangla language along with age variation in Bangladesh. A qualitative method was followed in this research, and data were collected through a semi-structured questionnaire. In five different age groups, around thirty-six participants provided data. Inductive reasoning was used to do a qualitative evaluation of the participants' communication patterns, their ages, and contextual observation. Some statistical tools were also used to analyze the collected data. Analysis of collected data depicts that the Bangladeshi people frequently use words of foreign languages in their communication; informally, they mostly use English words and a few Arabic words as well, and in everyday cases, they use words of English, Hindi, and Arabic languages. The tendency of code-mixing varies according to age variation. In adulthood, participants tend to do code-mixing in their daily conversation, but they use fewer foreign words in mid to old age. Thus, this present research showed the type of codemixing according to age variation as well as how the linguistic features of all these words have changed and are being used in the Bangla language.

চাবি শব্দ: সংকেত মিশ্রণ, বিদেশি ভাষার প্রভাব, দ্বিভাষিকতা, বহুভাষিকতা, বিদেশি শব্দের পরিবর্তিত ব্যবহার

১. ভূমিকা

মানব জাতির আদি স্পন্দন ভাষা। ভাষা অর্জনের মধ্য দিয়েই মানব সভ্যতার চরম উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। আর এই ভাষা নিয়ে আলোচনাকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠেছে ভাষাবিজ্ঞান। দেশ ও অঞ্চল ভেদে বিভিন্ন ভাষায় দেখা যায় নানা রকমের বৈচিত্র, কিন্তু এই বিশ্বায়নের যুগে পরস্পরের যোগাযোগ হয়েছে গতিময়। বলা হয় পৃথিবী দিন দিন ছোট হয়ে আসছে। ফলে এক জাতির মানুষ অন্য জাতি বা সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে

* এম.ফিল গবেষক, যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মিশছে, ভাব বিনিময় করছে। তাছাড়া আধুনিক প্রযুক্তি এ যোগাযোগকে করেছে আরও সাবলীল, দ্রুত ও বিস্ময়কর। একে অন্যের ভাষা জানছে, বলছে ও শিখছে, ফলে ব্যাপক গণযোগাযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। কম প্রভাবশালী ভাষাগুলো তুলনামূলক বেশি প্রভাবশালী ভাষাসমূহের আগ্রাসনের শিকার হচ্ছে। ফলে বিভিন্ন ভাষার সংকেত বিভিন্ন ভাষায় মিশে যাচ্ছে। ভাষাবৈজ্ঞানিকভাবে বলতে গেলে সংকেত মিশ্রণ (Code Mixing) ঘটছে। এছাড়াও যে সমাজে দ্বিভাষিক ও বহুভাষিক পরিস্থিতি বিদ্যমান সে সমাজেও সংকেত মিশ্রণ (Code Mixing) হয়ে থাকে।

২. সংকেত মিশ্রণ: তাত্ত্বিক বিবেচনা

প্রাথমিকভাবে সংকেত মিশ্রণ বলতে বোঝায় বাক্যালাপে বা কথা বলার সময় এক ভাষার সাথে অন্য ভাষার সংকেত বা বুলির সঙ্গতিপূর্ণ মিশ্রণ। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে সংকেত মিশ্রণ খুবই স্বাভাবিক বিষয়। এরূপ সংকেত মিশ্রণ আমাদের প্রাণ প্রিয় বাংলা ভাষাতেও হয়ে থাকে। ব্যাপক আগ্রাসী ভাষা ইংরেজির প্রভাব তো আছেই, এছাড়াও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দেশের ও স্যাটেলাইটের প্রভাবে বাংলাতে Code mixing বা সংকেত মিশ্রণ হচ্ছে। বর্তমান কালে এরূপ বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভাষা হল হিন্দি। এছাড়া ধর্মের প্রভাবেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু ভাষা যেমন আরবি, ফারসি, উর্দু ইত্যাদি শব্দও যুক্ত হচ্ছে। তবে যাই হোক না কেন, ভাষাকে একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা দিয়ে সুস্পষ্ট ভাবে সীমায়িত করা কঠিন। তবুও এরূপ সংকেত মিশ্রণের ব্যাপকতা বাংলা ভাষায় যোগ করছে নতুন বৈশিষ্ট্য, অসংখ্য শব্দ আবার আত্তীকৃতও হয়েছে এবং হচ্ছে।

২.১ প্রাথমিক ধারণা

'কোড' পরিভাষাটি নিরপেক্ষভাবে বোঝায় ভাষা, উপভাষা বা বুলি, অর্থাৎ যেকোনো ভাষাকেন্দ্রিক সংজ্ঞাপনের জন্য ব্যবহৃত যেকোনো সংকেতকে বলা হয় কোড। দ্বিভাষিক পরিস্থিতিতে বা পরিবেশে কোডের সহবাস্থান ঘটে। দৈনন্দিন যোগাযোগে মানুষ সাধারণত বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সংকেত বা কোড বেছে নেয়। বিভিন্ন কারণে তারা একটি নির্দিষ্ট সংকেত বেছে নিতে পারে যেমন কোন নির্দিষ্ট ভাষার সংকেত বা কোড কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা করা তাদের জন্য সহজ করে তুলতে পারে।

'কথা বলা' এমন একটি মাধ্যম যা একজন ব্যাক্তি প্রায় প্রত্যেকের সাথে যোগাযোগ করতে ব্যবহার করে। মানুষ যখন একে অপরের সাথে কথা বলতে চায়, তখন তাদের অনুভূতি প্রকাশ করার জন্য ব্যবহার করে কোড বা সংকেত। সমাজভাষাবিজ্ঞানে, সংকেত বা কোড দ্বারা একটি ভাষা বা বিভিন্ন ভাষাকেই বোঝায়। Romaine কোড বিষয়টি বোঝাতে বলেছেন, I'll use the term 'code' in a broad sense to apply not only to distinct languages, but also to dialects and styles

within a single language (1995, p. 33). অর্থাৎ সংকেত মিশ্রণ শুধু ভিন্ন ভিন্ন ভাষার সংমিশ্রণকেই বোঝায় না বরং একই ভাষার ভিন্ন ভিন্ন রূপের সংমিশ্রণও সংকেত মিশ্রণ হিসেবে গণ্য। একটি ভাষার ভাষিক রূপের বাচনিক বৈচিত্র্য বা উপভাষার সংমিশ্রণও সংকেত মিশ্রণ হিসেবে বিবেচিত হয়।

সংকেত মিশ্রণ বা কোড মিক্সিং হলো সামাজিক ভাষাগত ঘটনাগুলোর মধ্যে একটি যা একটি দ্বিভাষিক বা বহুভাষিক সমাজে খুবই প্রচলিত। যখন এক বা একাধিক ব্যক্তি নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময়ের সময় একটি বাক্যের মধ্যেই একাধিক ভাষার শব্দ বা শব্দমালা ব্যবহার করে অথবা একই ভাষার ভাষিক বৈচিত্র বা উপভাষার সংমিশ্রণ ঘটায়, তা সংকেত মিশ্রণ হিসেবে বিবেচিত হয়। এ বিষয়ে Wardaugh বলেছেন- It is a system, used for communication between two or more parties on any occasions (1986, p. 87) । সংকেত মিশ্রণ আমাদের জীবনে একটি নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে ওঠেছে। মূলত 'কোড' একটি নিরপেক্ষ শব্দ যা ভাষার সাথে জড়িত যোগাযোগের একটি পদ্ধতি কে বোঝানোর জন্য একটি লেবেল (label) হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

যখন এক বা একাধিক ব্যক্তি নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময়ের সময় একটি বাক্যের মধ্যেই একাধিক ভাষার শব্দ বা শব্দমালা ব্যবহার করে অথবা একই ভাষার ভাষিক বৈচিত্র্য বা উপভাষার সংমিশ্রণ ঘটায়, তা সংকেত মিশ্রণ হিসেবে বিবেচিত হয়।একজন ব্যক্তি একটি ভাষায় কথা বলার সময় শুধ অন্য ভাষার এক বা একাধিক শব্দ বাক্যে যুক্ত করতে পারে এমন নয় বরং এক বা একাধিক পূর্ণ বাক্যও অন্য ভাষায় বলার প্রযয়োজন হতে পারে, একটি নির্দিষ্ট ভাষায় কথা বলার সময় এক বা একাধিক পূর্ণ বাক্য সম্পূর্ণ অন্য একটি ভাষা ব্যবহার করে বলাকে সংকেত পরিবর্তন বলে। অর্থাৎ অনেকক্ষেত্রেই সংকেত মিশ্রণ এবং সংকেত পরিবর্তন সহঅবস্থানে অবস্থান করে, এ ব্যাপারে Wardhaugh বলেন, Code mixing and code switching are inevitable in a bilingual society. The phenomena of bilingualism lead to code-switching and code mixing (1996, p. 15).

সংকেত মিশ্রণ বা কোড মিক্সিং ব্যবহার করার জন্য প্রতিটি লোকের আলাদা উদ্দেশ্য রয়েছে এটা হতে পারে বিভিন্ন ধরনের অনুপ্রেরণার কারণ, এ সম্পর্কে Hockett অনেকটা এমন মতামত দিয়েছেন- Code-mixing is used for a variety of reasons by various people. It could be a need-satisfying motive or a prestige-seeking motive (1958, p. 23) এরূপ মতামত স্পষ্ট করে যে, মানুষ যে কোন প্রয়োজনে সংকেত মিশ্রণ বা পরিবর্তন করতে পারে। সংকেত মিশ্রণ প্রয়োজন হতে পারে কোন একটি বিষয়কে আরো সুস্পষ্ট ভাবে উপস্থাপনের জন্য অথবা নিজের বক্তব্যকে অন্যের কাছে অধিক অধিক মূল্যায়িত করার প্রচেষ্টায়।

২.২ সংজ্ঞা

সংকেত মিশ্রণ হল এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে এক ভাষাভাষী ব্যক্তি অন্য ভাষার ব্যাকরণের মিশ্রণ না ঘটিয়েই সেই ভাষাটির ভাষিক উপাদান নিজ ভাষার ব্যাকরণ দিয়েই ব্যবহার করে। অর্থাৎ কথা বলার সময় দুই বা ততোধিক ভাষা বা ভাষার বৈচিত্রের মিশ্রণ হল সংকেত মিশ্রণ। সংকেত মিশ্রণ দ্বিভাষিক বা বহুভাষিক সমাজের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। এটি দুই বা ততোধিক সংস্কৃতির মিশ্রণের একটি ফলাফলও বলা যায়। একজন ব্যক্তি যখন তার মাতৃভাষা (Language-1) ছাড়া অন্য যেকোন ভাষায় কথা বলা শিখে তখন সেটা তার দ্বিতীয় ভাষা (Language-2) হিসেবে গণ্য করা হয়। মাতৃভাষায় কথা বলার সময় যখন সে দ্বিতীয় ভাষার কোন শব্দ বা বাক্যের সংমিশ্রণ ঘটায় তাকে সংকেত মিশ্রণ বলে, একইভাবে যদি দ্বিতীয় ভাষায় কথা বলার সময় সে তার মাতৃভাষার সংমিশ্রণ ঘটায় সেটাও সংকেত মিশ্রণ হিসেবেই গণ্য হয়। এটি দ্বিভাষী বা অভিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি সাধারণ ঘটনা। সংকেত মিশ্রণ শুধু মৌখিক ভাষাতেই ব্যবহার হয় না বরং সামাজিক মাধ্যম যেমন Facebook, Instagram, Twitter, Whatsapp, এবং YouTube এর মত নেটওয়ার্কিং সাইটেও ব্যবহার হয়।

Bhatia এবং Ritchie এর মতে, “We use the term code-mixing (CM) to refer to the mixing of the various linguistic unit (morphemes, words, modifiers, -phrase, clause, and sentence)” (2004, p. 33).

এছাড়া Suwito সংকেত মিশ্রণ সম্পর্কে বলেন, আমরা দেখতে পারি এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় বাক্যের উপাদান ধার করা হয়। লেখক তাঁদের চিন্তাভাবনা, নির্দেশনা জানাতে দুটি ভাষা বা ততোধিক ভাষা ব্যবহার করেন, যাতে লেখক পাঠককে যা জানাতে চান তাই প্রকাশ পায় (১৯৮৩, পৃ. ২৩) ।

সর্বোপরি বাক্যালাপে বা কথা বলার সময় এক ভাষার সঙ্গে অপর ভাষার ব্যাকরণগত বিভিন্ন স্তরে যে সঙ্গতি পূর্ণ মিশ্রণ ঘটে তাকে কোড মিশ্রণ বলা হয়। এছাড়াও আরও একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, ভাষার প্রমিত রূপের সাথে আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষার মিশ্রণও কোড মিশ্রণ।

৩. সংকেত মিশ্রণ ও সংকেত পরিবর্তনের সম্পর্ক

সংকেত মিশ্রণের সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত সংকেত পরিবর্তন। যদিও মূল আলোচ্য বিষয় সংকেত মিশ্রণ তবুও ঘনিষ্ঠতার কারণে এ বিষয়টিও আলোচনার দাবি রাখে,

Code switching বা সংকেত পরিবর্তন ঘটে বাক্যিক স্তরে। একই ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার বাক্যের সহাবস্থান ঘটলে তাকে সংকেত পরিবর্তন বলে (নাথ, ১৯৯৯: ২৩৬) যেমন- আজ আমার জন্মদিন। Can you please wish me?

এখানে বাক্যিক পর্যায়ে মিশ্রণ ঘটেছে। সংকেত পরিবর্তন দুই রকমের হয়-

ক) **পরিস্থিতিগত:** যখন পরিস্থিতি বদলের সঙ্গে সঙ্গে সংকেতেরও পরিবর্তন ঘটে তখন তাকে পরিস্থিতি গত সংকেত পরিবর্তন বলে (নাথ, ১৯৯৯: ২৩৯) অর্থাৎ এক পরিস্থিতিতে কথা বলে এক ভাষায়, অন্য পরিস্থিতিতে অন্য ভাষায়। এখানে বিষয় পরিবর্তন হয় না। যেমন নিউইয়র্কে পুয়ের্তো সম্প্রদায় নিজেদের গোষ্ঠীর মধ্যে সংজ্ঞাপনের ভাষা হিস্পানি আর গোষ্ঠীর বাইরে ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করে। এরূপ বিভিন্ন পরিস্থিতিতে পরিস্থিতি অনুসারে সংকেত বদল করাকে বলা হয় পরিস্থিতিগত সংকেত পরিবর্তন।

খ) **রূপকাত্মক:** যখন বিষয় পরিবর্তনের জন্য সংকেতেরও পরিবর্তন ঘটে তখন তাকে বলা হয় রূপকাত্ম সংকেত পরিবর্তন (নাথ, ১৯৯৯: ২৩৯)। উদাহরণস্বরূপ যদি এমন হয়, যে পরিস্থিতিতে একজন ব্যক্তির প্রমিত ভাষায় কথা বলাটা গ্রহণযোগ্য সে পরিস্থিতিতে ঐ ব্যক্তি তার উপভাষা ব্যবহার করছে অথবা দ্বিতীয় কোন একটি ভাষা ব্যবহার করছে যা অস্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছে কিন্তু আলোচ্য বিষয়ের প্রয়োজনে এরূপ ভাষার ব্যবহার যুক্তিযুক্ত হচ্ছে অথবা একটি ভিন্ন আবহ তৈরির উদ্দেশ্যে ঐ ব্যক্তি ভাষার এরূপ ভিন্নার্থক প্রয়োগ ঘটাচ্ছে তবে তা রূপকাত্মক সংকেত মিশ্রণ, কারণ এখানে পরিস্থিতির পরিবর্তন হচ্ছে না কিন্তু আলোচ্য বিষয়ের পরিবর্তন হচ্ছে।

সংকেত মিশ্রণের প্রসঙ্গে একটি বিষয় স্মরণ রাখা উচিৎ যে ঋণকৃতি (Borrowing) এবং সংকেত মিশ্রণের মধ্যে তফাৎ আছে। ঋণকৃতি কোন ভাষার প্রয়োজনে শাব্দিক ফাঁক (Lexical gap) পূরণের জন্য সৃষ্টি হয় (নাথ, ১৯৯৯: ২৩৮)। কিন্তু, সংকেত মিশ্রণ শাব্দিক ফাঁক পূরণের জন্য ব্যবহৃত হয় না।

৪. সংকেত মিশ্রণের কারণ

যে কোন ভাষায় সংকেত মিশ্রণ হতে পারে। সংকেত মিশ্রণ বহুভাষিক দেশগুলোতে খুবই স্বাভাবিক বিষয় তবে সংকেত মিশ্রণ এর সাথে সামাজিক, ভাষাতাত্ত্বিক এবং সাংস্কৃতিক বিষয় সমূহ জড়িত থাকে। তাই পরিবেশ পরিস্থিতি ভেদে সংকেত মিশ্রণের কারণও ভিন্ন হয়। Kim (২০০৬, পৃ. ৪৩) এর মতে সংকেত মিশ্রণের যে কারণগুলো রয়েছে তা হলো-

- দ্বিভাষিক বা বহুভাষিক পরিবেশে সংকেত মিশ্রণ খুবই স্বাভাবিক বিষয়।
- বক্তা এবং তার ভাব বিনিময় সঙ্গীর কারণে সংকেত মিশ্রণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারে; সংকেত মিশ্রণ তাদের ভাবের আদান প্রদান তুলনামূলক বেশি ফলপ্রসূ করে তুলতে অবদান রাখতে পারে।
- যেহেতু প্রায় প্রতিটি সমাজেই বর্তমানে দ্বিভাষিকতা বিদ্যমান তাই সামাজিক পরিস্থিতি একজন বাচনে সরাসরি প্রভাব ফেলে।

- উক্তির পরিস্থিতি ব্যক্তিকে সংকেত মিশ্রণে প্ররোচিত করতে পারে, সাধারণত মানুষ অনানুষ্ঠানিক পরিস্থিতিতেই সংকেত মিশ্রণ করে থাকে।
- প্রসঙ্গ নির্ভর শব্দভান্ডার কম থাকলে সংকেত মিশ্রণ প্রয়োজন হতে পারে।
- অনেক ক্ষেত্রে তরুণসমাজে সংকেত মিশ্রণ একটি শৈলীগত বিষয় হিসেবে মূল্যায়িত হয় যা আধুনিকতা এবং শিক্ষার বহিঃপ্রকাশ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়।

৫. গবেষণার উদ্দেশ্য

বর্তমান পরিস্থিতিতে সংকেত মিশ্রণ ব্যাপকভাবে সংগঠিত হচ্ছে। বিভিন্ন ভাষার ভিন্ন ভিন্ন শব্দ আমাদের বাংলা ভাষায় তার স্থান করে নিচ্ছে। এর ফলে বাংলা ভাষার ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যে আসছে পরিবর্তন, যার প্রভাব বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক উপাত্তেও পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ সকল বিষয় বিবেচনায় রেখে আলোচ্য প্রবন্ধটিতে যে সকল বিষয় বিশ্লেষণের প্রয়াস করা হয়েছে তা হল-

১. বয়সভেদে সংকেত মিশ্রণের ধরন নিরূপণ।
২. মিশ্রিত সংকেতের ভাষাতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক দিক বিশ্লেষণ।
৩. কোন বয়সের মানুষ সমাজে সবচেয়ে বেশি সংকেত মিশ্রণ করে তা উপস্থাপন।

৬. গবেষণা পদ্ধতি

যেহেতু আলোচ্য গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলা ভাষায় সংকেত মিশ্রণে ভাষাতাত্ত্বিক ও সমাজ ভাষাতাত্ত্বিক দিক বিশ্লেষণ তাই তাত্ত্বিক দিক সমূহ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে মূলত গুণগত পদ্ধতির (Qualitative method) আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। তবে বিশ্লেষণের সুবিধার্থে কিছু গাণিতিক বিশ্লেষণের সাহায্যও নেওয়া হয়েছে।

প্রতিটি গবেষণাতেই ব্যবহৃত চলকগুলো চিহ্নিতকরণ ও নির্দিষ্টকরণ করা হয়। কার্যকারণ সম্পর্কের ভিত্তিতে চলকগুলোকে নির্ভরশীল চলক, অনির্ভরশীল চলক ও নিয়ন্ত্রিত চলক হিসাবে অভিহিত করা হয়। বর্তমান গবেষণায় ব্যবহৃত মূল ধারণা হচ্ছে সংকেত মিশ্রণ। এটির নির্ভরশীল চলক হিসাবে ব্যবহার হয়েছে- বয়স।

বর্তমান গবেষণায় অধিকাংশই গুণাত্মক তথ্য। গুণাত্মক তথ্য পরিমাপের জন্য সাধারণত নামসূচক ও ক্রমসূচক পরিমাপ প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হয়। এই গবেষণায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিষয়বস্তু পরিমাপের জন্য ক্রমসূচক স্কেল ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু যেহেতু এই গবেষণার মূল বিষয় বয়স ভেদে সংকেত মিশ্রণ এবং বয়স ব্যাপ্তি মূলক মাত্রায় পরিমাপ করা হয় তাই ব্যাপ্তিমূলক মাত্রাও ব্যবহার হয়েছে। এই গবেষণা পদ্ধতি মূলত দুইটি ধাপে সম্পন্ন করা হয়েছে-

এই গবেষণা প্রক্রিয়াটি পরিচালনার জন্য অর্ধ-কাঠামো বা Semi-structured প্রশ্নপত্র ব্যবহার করা হয়। তথ্য নির্ভুল ভাবে সংগ্রহের লক্ষ্যে ভয়েস রেকর্ডার ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়াও কিছু ছবি দেখিয়ে তা সম্পর্কে মতামত জানতে চাওয়া হয় এবং উত্তরগুলো রেকর্ড করার মাধ্যমে নির্ভুল ভাবে সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া পর্যবেক্ষণ প্রক্রিয়াতেও তথ্য সংগ্রহ হয়েছে।

৭. বাংলা ভাষা ও বিভিন্ন ভাষা-উপভাষার সংকেত মিশ্রণ

বাংলাদেশে ইংরেজি ভাষার আগমন ইংরেজ শাসন কালেই। পরবর্তীকালে ইংরেজরা দেশ ছাড়লেও, দেশ ছাড়েনি ইংরেজি ভাষা। দীর্ঘ দুইশত বছরের শাসন কালে অনেক ইংরেজি শব্দই বাংলা ভাষাতে নিজ স্থান করে নিয়েছে। বর্তমান কালে ইংরেজি ভাষার যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তা দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে নিজ স্থান দখল করে নিয়েছে। বিশ্বায়ন, গণযোগাযোগ, স্যাটেলাইট, এর গুরত্ব আরও বাড়িয়ে তুলেছে। এ সকল প্রভাব থেকে বাদ যায়নি বাংলা ভাষাও। প্রচুর শব্দ ঋণকৃতির মাধ্যমে বাংলাতে যেমন ব্যবহার হচ্ছে তেমনি সংকেত মিশ্রণও চলছে অহরহ।

পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত হওয়ায় এবং তাদের প্রচারিত টিভি চ্যানেলগুলো বাংলাদেশে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করায় তাদের জাতীয় ভাষা হিন্দিও বাংলা ভাষায় ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে সংকেত মিশ্রণ হিসেবে। আবার যেহেতু এদেশের মানুষের প্রধান ধর্ম ইসলাম আর প্রধান ধর্ম গ্রন্থ আরবিতে হওয়ায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরবি শব্দের ব্যবহারও লক্ষ্যণীয়। তাছাড়া যেহেতু কোনো একটি ভাষার প্রমিতরূপ বা আঞ্চলিক রূপের সাথে একই ভাষার অন্য উপভাষার মিশ্রণও সংকেত মিশ্রণ, তাই এরূপ সংকেত মিশ্রণ বাংলা ভাষাতে খুবই স্বাভাবিক।

আলোচ্য গবেষণায় উপাত্ত সংগ্রহে প্রধানত তিনটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে- প্রশ্নপত্র, ছবি দেখিয়ে মুক্ত আলোচনার আহবান ও পর্যবেক্ষণ। প্রশ্নপত্র ও ছবি পরিশিষ্ট- ১ (Appendix-1) এ দেওয়া আছে।

বাংলা ভাষায় সংকেত মিশ্রণ শুধু ভাষা ব্যবহারেই ভিন্নতা আনেনি বরং এ সকল শব্দের ভাষাতাত্ত্বিক বিভিন্ন দিক, যেমন ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, অর্থতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্বেও এসেছে বৈচিত্র্য। এছাড়াও সমাজ ভাষাতাত্ত্বিক বিভিন্ন দিকও প্রভাবিত হয়েছে। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সংকেত মিশ্রণে ব্যবহৃত বিভিন্ন ভাষার ধ্বনিগুলো অনেক ক্ষেত্রেই প্রকৃত উচ্চারণে উচ্চারিত হচ্ছে না। এছাড়া অর্থতাত্ত্বিক, বাক্যতাত্ত্বিক এবং রূপতাত্ত্বিক দিকগুলো পরিবর্তন হচ্ছে। অনেকগুলো আবার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেছে।

৭.১ ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

মানুষের বাক প্রত্যঙ্গের সাহায্যে উচ্চারিত আওয়াজকে ধ্বনি বলে (আলী, ২০০১ : ৯)। ভাষার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ধ্বনির বিবরণ, এগুলির উচ্চারণ, পরিবর্তন ও ব্যবহার

বিন্যাস ইত্যাদি আলোচিত হয় বিভিন্ন ভাবে। ভাষা পরিবর্তন ধ্বনি পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত। ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন বিভিন্ন প্রক্রিয়াতেই সম্পন্ন হয়ে থাকে, এরূপ পরিবর্তন প্রক্রিয়ার বেশ কিছু প্রক্রিয়ার সক্রিয়তা সংগৃহীত উপাত্ত সমূহের মধ্যেও লক্ষ্যণীয় যেমন আদি স্বরাগম, অন্ত্যস্বরাগম, অপিনিহিতি, ব্যঞ্জন বিকৃতি, অন্তর্হতি, সমীভবন, মধ্যগত স্বরসঙ্গতি, প্রগত স্বরসঙ্গতি ইত্যাদি।

উচ্চারণের সুবিধার জন্য বা অন্য কোন কারণে শব্দের আদিতে স্বরধ্বনি এলে তাকে আদি স্বরাগম বলে। এরূপ আদি স্বরাগম বাংলা ভাষার সংকেত মিশ্রণ হিসেবে ব্যবহৃত শব্দেও লক্ষ্য করা যায় যেমন- ইংরেজিতে (school) স্কুল-কে ইস্কুল / iskul/ বা (String) স্টিয়ারিং-কে ইস্টিয়ারিং / istiariŋ/ বলে। একইভাবে হিন্দিতে 'একিন' কে 'ইএকিন' /iekin/ বলে। সংকেত মিশ্রণে ব্যবহৃত হিন্দি শব্দে অন্ত্যস্বরাগম অর্থাৎ কোন কোন সময় শব্দের শেষে যে অতিরিক্ত স্বরধ্বনি আসে এরূপ বৈশিষ্ট্যও পরিলক্ষিত হয়েছে যেমন, 'জাহা' কে 'জাহান' / ɟahan / বলেছে উপাত্ত প্রদানকারী। উপাত্ত প্রদানকারীদের মধ্যে কোন কোন সময় শব্দের পরের ই-কার আগে উচ্চারণ করার প্রবণতা অর্থাৎ অপিনিহিতি মূলক পরিবর্তন করতেও দেখা যায় যেমন, ইংরেজি (Spatial) 'স্পেসাল' কে 'এস্পেইসাল' /espaiʃal/ এভাবে উচ্চারণ করেছে। সংকেত মিশ্রণের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত উপাত্তের ধ্বনি পরিবর্তনের যে প্রক্রিয়াটি সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয় তা হল স্বরসঙ্গতি অর্থাৎ একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে শব্দের অপর স্বরের পরিবর্তন। প্রাপ্ত উপাত্তে প্রগত ও মধ্যগত স্বরসঙ্গতি পরিলক্ষিত হয় যেমন ইংরেজি শব্দের আদিতে স্বর পরিবর্তন হয়েছে এভাবে; (Defensive) 'ডিফেনসিভ' কে 'ডিফিনসিভ' / d̪ipʰencʰibʰ/ বা (Mobile) 'মোবাইল' কে 'মুবাইল' /mubai̯l / আর আরবির ক্ষেত্রে 'জিহাদ' কে 'জেহাদ' / ɟehad̪ / বলা। এছাড়া মধ্যগত স্বরসঙ্গতি দেখা যায় হিন্দি ও আরবির ক্ষেত্রে যেমন হিন্দি 'জিন্দেগি' কে 'জিন্দিগি'/ ɟind̪egi/ এবং আরবি 'কিয়ামাত' কে 'কিয়ামত' /kiʲamɔt̪/ হিসেবে বহুল ভাবে উচ্চারিত হচ্ছে। হিন্দি ও ইংরেজি শব্দের ক্ষেত্রে ব্যঞ্জন বিকৃতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, অর্থাৎ শব্দের মধ্যে কোন কোন সময় কোন ব্যঞ্জন ধ্বনি পরিবর্তন করে নতুন ব্যঞ্জন ধ্বনি ব্যবহার করা হয় যেমন, ইংরেজি (Bathroom) 'বাথরুম' কে 'ভাথরুম'/ bʰat̪ʰrum/ বা (Class) 'ক্লাস' কে 'ক্লাশ' / klaʃ/ আর হিন্দি 'সনি' কে 'সরি' /sori/ রূপে উচ্চারণ করা। এগুলো ছাড়াও ইংরেজির ক্ষেত্রে সমীভবন যেমন, (mornig) 'মরনিং' কে 'মন্নিং' / mɔnniŋ/, অন্তর্হতি (World) 'ওয়ার্ল্ড'-কে 'ওয়াল্ড' / oaldʰ/ রূপে উচ্চারণ করতে দেখা যায়।

সংকেত হিসেবে মিশ্রিত শব্দে অপর একটি লক্ষণীয় বিষয় হলো ধ্বনিমূলীয় বৈশিষ্টের পরিবর্তন । কিছু ক্ষেত্রে দেখা

যায় ঘর্ষণজাত ধ্বনি স্পর্শ ধ্বনিতে রূপান্তর হয়েছে যেমন, ইংরেজি 'ক্লাস' /klas/ কে 'ক্লাশ' / klaʃ/ উচ্চারণ বা স্পর্শ ধ্বনি কম্পনজাত ধ্বনিতে রূপান্তর হচ্ছে যেমন, 'এক্সিডেন্ট' /æksid^{h}ent/ কে 'এ্যাক্সিরেন্ট' / æksirent / এভাবে উচ্চারণ করতে দেখা যায় প্রাপ্ত উপাত্ত হতে সংকেত মিশ্রণের ক্ষেত্রে এরূপ ধ্বনি পরিবর্তনের বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়।

৭.২ রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

এক বা একাধিক ধ্বনি সহযোগে গঠিত ক্ষুদ্রতম একক দ্বারা যখন কোন অর্থ প্রকাশ পায় তাকে রূপমূল বলে (হক, ২০১০, পৃ. ১৫৯)। রূপমূল গঠন করে শব্দ। আর তাই রূপতত্ত্ব হলো শব্দ বিশ্লেষণ। রূপতত্ত্বে শব্দ সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় বিশ্লেষণ ও বৈশিষ্ট্য সমূহ উপস্থাপন করা হয়। বাংলা ভাষায় সংকেত মিশ্রণ হিসেবে যে সব শব্দ পাওয়া যায় তাতে যেমন মুক্ত, বদ্ধ ও জটিল রূপমূল রয়েছে তেমনি দুটি ভিন্ন ভাষার ভিন্ন শব্দ যুক্ত যৌগিক রূপমূলও পাওয়া গিয়েছে অর্থাৎ নতুন বা ভিন্ন বিশিষ্ট সম্পন্ন শব্দ পাওয়া যায়।

সংগৃহীত উপাত্তে ইংরেজি, হিন্দি ও আরবি ভাষার অনেক মুক্ত রূপমূলের ব্যবহার বাংলা ভাষার সংকেত মিশ্রণে পাওয়া গিয়েছে যেমন, ইংরেজি- Time, Mail, So; হিন্দি- আভি, খুস আবার আরবি- আল্লাহ্, জুল্ম ইত্যাদি। একইভাবে পাওয়া গিয়েছে জটিল রূপমূলের ব্যবহারও যেমন ইংরেজি- Intention; in +ten+tion, আরবি- ফিয়ামানিল্লাহ; ফি +আমিন + ইল্লাহ্।

সংকেত মিশ্রণের ক্ষেত্রে মিশ্র রূপমূলের ক্ষেত্রে কিছু শব্দের ব্যবহার পাওয়া যায় যেখানে ইংরেজি ও বাংলা শব্দ একত্রিত হয়ে ভিন্ন শব্দ গঠিত হয়েছে যেমন বাংলা ও ইংরেজি মিশ্রিত হয়ে বাংলাওয়াশ (বাংলা + ওয়াশ), স্ট্যালিনপন্থী (স্ট্যালিন + পন্থী) ইত্যাদি শব্দ গঠিত হয়েছে।

৭.৩ বাক্যতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ভাষার উপাদানসমূহ বাস্তব ভূমিকা পালন করে বাক্যের মাধ্যমেই। ভাষার একটি প্রধান স্তর বাক্য (আজাদ, ১৯৯৪, পৃ. ৩৭), বাক্যের মাধ্যমেই ভাষার রূপতত্ত্ব, ধ্বনিতত্ত্ব কিংবা অর্থতত্ত্ব তার নিজ রূপে বিকশিত হবার সুযোগ পায় । সংকেত মিশ্রণও বাক্যিক স্তরের মাধ্যমেই ভাষায় প্রয়োগ হয়। প্রাপ্ত উপাত্ত পর্যবেক্ষণে দেখা যায় সরল, জটিল, যৌগিক সকল ধরনের বাক্যেই যেমন সংকেত মিশ্রণ হয় তেমনি খণ্ড বাক্য ও বাক্যাংশেও হয়ে থাকে যেমন সরল বাক্য অর্থাৎ যে বাক্যে একটি মাত্র কর্তা ও একটি

মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে এরূপ বাক্যে ইংরেজি, হিন্দি, আরবি শব্দ মিশ্রিত করে বলা হচ্ছে যেমন, ইংরেজি- ‘‘আমি student” । বা ‘‘ কী এখন happy?” আবার হিন্দিতে- ‘‘এখন খুস?” এছাড়া আরবি শব্দ- ‘‘আল্লাহ্‌র রহমতে ভালো আছি”, এভাবে মিশ্রিত করে বলা হচ্ছে। একইভাবে জটিল ও যৌগিক বাক্যেও সংকেত মিশ্রণ দেখা যায় যেমন জটিল বাক্যে ইংরেজি শব্দ- ‘‘office এ যেতেই হবে তাই risk নিয়ে যেতে হচ্ছে” । আবার যৌগিক বাক্যে- ‘‘Traffic police রাস্তা ফাঁকা করছে কোন জাগায় যেন accident না হয়” । হিন্দি শব্দ মিশ্রিত যৌগিক বাক্যও পাওয়া যায় যেমন- ‘‘আবার খায়-দায় ঘুমায়, অর কুচ নেহি।” আরবি শব্দও জটিল বাক্যে ব্যবহৃত হতে দেখা যায় যেমন- ‘‘আল্লাহ, একটু সহায় হও, রহমত কর” ।

বাক্যাংশ বা শব্দদলের ব্যবহারও বাংলা ভাষার কথোপকথনে লক্ষ করা যায়, শব্দদল হল যখন কয়েকটি শব্দ একটা দলরূপে একক শব্দের মতো ক্রিয়া করে এরূপ যেমন- ইংরেজি Link up, Root level ইত্যাদি Code mixing এর ক্ষেত্রে এ শব্দদলগুলো বাক্যে বাক্যাংশ হিসেবে কাজ করে।

সংকেত মিশ্রণ বাক্যের যে কোন অংশেই হতে পারে, সংকেত মিশ্রণ হতে পারে বাক্যের বিশেষ্য, বিশেষণ বা ক্রিয়া অংশে যেমন,

ইংরেজি সংকেত মিশ্রিত বাক্য-

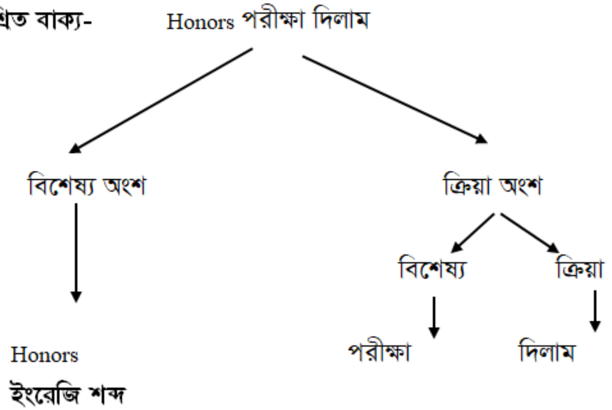

হিন্দি সংকেত মিশ্রিত বাক্য-

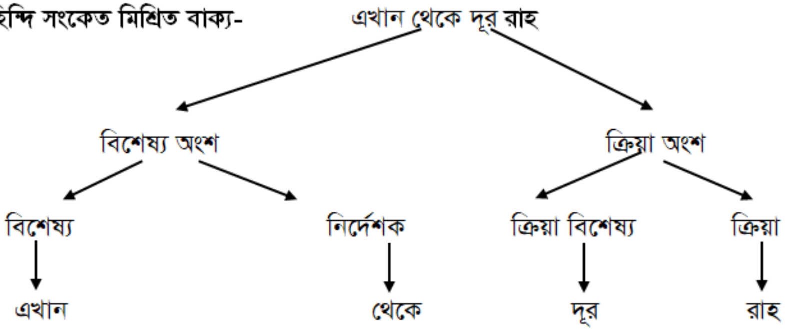

হিন্দি শব্দ

আরবি সংকেত মিশ্রিত বাক্য-

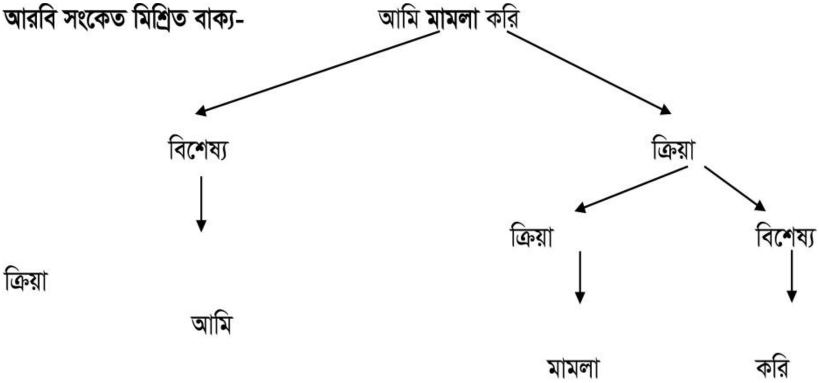

আরবি শব্দ

৭.৪ অর্থতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

ভাষার প্রধান কাজ অর্থ প্রকাশ। অর্থবিজ্ঞান বোঝায় বিশেষ সময়ে বিশেষ পদ, শব্দ, বাক্যাংশ প্রভৃতি অর্থ নির্ণয় বিদ্যা (আজাদ, ২০০৯ : ২৫)। শব্দ খুবই চঞ্চল প্রকৃতির। তার অর্থও চঞ্চল। সময়ের ব্যবধানে শব্দের অর্থ বিচিত্র রূপে বদলায়। মানুষ প্রতিটি ভাষায় অসংখ্য বাক্যে অসংখ্য বক্তব্য প্রকাশ করে। এই অর্থগুলোয় আবার পরিবর্তন হতে পারে অন্য কোন ভাষায় ব্যবহারের ক্ষেত্রে। বর্তমান যুগে সংকেত মিশ্রণ প্রায় সব ভাষার জন্যে খুবই স্বাভাবিক বিষয়। অন্য ভাষার এ সকল শব্দ কখনো নিজ অর্থে প্রকাশিত হচ্ছে আবার কখনো অর্থ প্রকাশ করছে ভিন্ন ভাবে।

ভাষার ধারণাগত অর্থকে অনেক সময় যৌক্তিক অর্থও বলে (আজাদ, ২০০৯ : ২৫)। ধারণাগত অর্থই ভাষার প্রধান অর্থ বলে বিবেচিত হয়। যেমন-

আরবি শব্দ: 'ফিয়ামানিল্লাহ' শব্দটি যে সকল বৈশিষ্ট্য বহন করে তা হলো-

[+আরবি শব্দ + দোয়া করা, + পবিত্র শব্দ, - অভিশাপ]

ইংরেজি: Breakfast শব্দটি শুনলে আমাদের মনে যে ধারণা কাজ করে তা হলো-

[সকালের খাবার, + নাস্তা (হালকা খাবার), − দুপুর বা রাতের খাবার]

এ সকল বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি গত ধারণা প্রকাশ করে ফিয়ামানিল্লাহ ও Breakfast শব্দ দুটি। যা বাংলা ভাষায় সংকেত মিশ্রণ হিসেবে অহরহ ব্যবহার হয়।

আবার এমন অনেক বাক্য ও শব্দ রয়েছে যেগুলোর ধারণাগত অর্থ থাকবেই এবং তার বেশ কিছু অর্থ বা ইঙ্গিত থাকে (আজাদ,২০০৯, পৃ. ২৬) যা ভাবগত অর্থ যেমন Counseling শব্দটির অর্থ পরামর্শ, কিন্তু এই শব্দটি শুনলে প্রথমেই একজন মানুষের মনে যে ভাব উদয় হয় তা হল- কোন ব্যক্তির মানসিক কিছু জটিলতা সম্পর্কিত পরামর্শ। অন্যদিকে, উচ্চ পদস্থ কর্মীর কাছে Counseling হচ্ছে অধীনস্থ কর্মীকে কাজ সম্পর্কে উৎসাহ বা ধারণা দেওয়া।আবার, Democracy বলতে সাধারণ ভাবে গণতন্ত্র বোঝালেও একজন মার্ক্স বাদীর কাছে বহু অর্থ জ্ঞাপন করে। হিন্দি শব্দের ক্ষেত্রে দেখলে, ছিপকালো শব্দের দ্বারা কোন কিছু কোথাও আটকানো বোঝালেও বর্তমানে ব্যাপক জনপ্রিয় হিন্দি গানের প্রভাবে এই ছিপকাল শব্দটি তরুণ সমাজে ভিন্নার্থক ভাব প্রকাশ করছে।

এছাড়াও অনুভূতিগত দিক প্রকাশেও সংকেত মিশ্রণ ব্যবহার লক্ষ্যনীয়। অনুভূতিক অর্থ অবশ্য নির্ভরশীল ধারণাগত অর্থ শৈলীগত অর্থ, ভাবগত অর্থের ওপর (আজাদ, ২০০৯, পৃ. ২৭)। তবে ভাষায় বিস্ময় প্রকাশের জন্য কিছু শব্দ রয়েছে যেগুলোর সাহায্যে সরাসরি অনুভূতি প্রকাশ করা যায়। অনুভূতিক অর্থে প্রকাশ পায় শ্রোতাকে সম্মান করছে কিনা, বিষয়কে প্রিয় মনে করে কিনা ইত্যাদি। যেমন-

হিন্দি শব্দ: এত নখরা তোর!

এ বাক্যে *নখরা* হিন্দি শব্দ। এই বাক্য দ্বারা বিস্ময় প্রকাশ পেয়েছে, এবং এখানে rising intonesion এর বিষয়টি লক্ষ্যনীয়। যা অনুভূতিগত অর্থ উপস্থাপনে সাহায্য করে। সংকেত হিসেবে মিশ্রিত শব্দগুলোর এরূপ প্রয়োজন অনুসারে কখন ধারণাগত আবার কখন ভাবগত বা অনুভূতিগত অর্থ দিক প্রকাশ করে।

৭.৫ সমাজভাষাবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

মানুষ সামাজিক জীব। ভাষাই মানুষকে সামাজিক করেছে। ভাষা পরিবর্তনে কাজ করে সামাজিক প্রেষণা। সামাজিক বিভিন্ন ভেদরূপ যেমন শিক্ষা, বয়স, শ্রেণি বা লিঙ্গভেদ ভাষাবৈজ্ঞানিক উপাদানসমূহকে প্রভাবিত করে। যা সংকেত মিশ্রণ ও পরিবর্তনের

অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পেশাগত ভিন্নতা, ধর্ম, লিঙ্গ এমনকি জাতিভেদে সংকেত মিশ্রণে পরিবর্তন দেখা যায়।

পেশাগত কারণে যে বাক্য ভিন্নতা দেখা যায় তা রেজিস্টার (নাথ, ১৯৯৯, পৃ. ২৭) রেজিস্টারের কারণে একজন এইচ.আরে কর্মরত ব্যক্তি আর একজন ইমামের সংকেত মিশ্রণের ভাষা, ধরণ হয় ভিন্ন। যেমন এইচ.আর-এ কর্মরত ব্যক্তির উক্তি "যেহেতু আমি HR (Human Resoruce) dill করছি, Instruction, work distribution সবই করছি"। আবার একজন ইমামের উক্তি "আলহাম্মদুলিল্লাহ, আল্লার রহমতে আমরা আসরের নামাজ আদায় করতে পারলাম"। ধর্মের প্রভাবেও সংকেত মিশ্রণে ভিন্নতা আনে, বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মের আধিক্যই বাংলাতে আরবি সংকেত মিশ্রণের মূল কারণ যেমন- আলহাম্মদুলিল্লাহ্, বিসমিল্লাহ। প্রাপ্ত উপাত্ত থেকে দেখা যায় ইংরেজি বেশি ব্যবহার করে পুরুষ; হিন্দি প্রায় ৯০ শতাংশ ব্যবহার করে নারী আর আরবি শব্দ নারী পুরুষ সবাই প্রায় ব্যবহার করে যা লিঙ্গভেদে সংকেত মিশ্রণের ভিন্নতাকে নির্দেশ করে।

এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলের ভাষার বুলির তফাত হয়। অঞ্চল ভেদে এই বুলির তফাতকেই উপভাষা বলে (শ, ২০০৯, পৃ. ৬৪৫) । উপাত্ত সংগ্রহের সময় প্রশ্নের উত্তর অনেকেই সম্পূর্ণ উপভাষা ব্যবহার করে দিয়েছে আবার কেউ প্রমিত ভাষা ব্যবহার করেন। কেউ আবার প্রমিত ভাষায় আঞ্চলিক শব্দ আবার আঞ্চলিক ভাষায় প্রমিত শব্দ মিশ্রণ করেছেন। যেমন- প্রমিত ভাষায় উপভাষা- "সেদিনও বলছিলাম ভোটাধিকার প্রয়োগ মানুষের মৌলিক অধিকার", উপভাষায় প্রমিত শব্দ- "কইতো দাম বাইড়া যাচ্ছে"। এরূপ সংকেত মিশ্রণ সমাজভাষাতাত্ত্বিক ভেদরূপের প্রভাবেই হয়েছে।

৮. উপাত্ত উপস্থাপন ও ফলাফল

আলোচ্য বিষয় অনুসারে উপাত্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে তথ্য দাতা হিসেবে অংশ গ্রহণ করেছে মোট ৩৬ জন। এর মধ্যে ২১ জনের কাছ থেকে সাক্ষাতকারের মাধ্যমে প্রশ্নপত্র ও ছবি দেখিয়ে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয় এবং রেকর্ডারের সাহায্যে নির্ভুলতা নিশ্চিত করা হয় আর বাকী ১৫ জনের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয় পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে, কারণ তথ্য রেকর্ডার এবং প্রশ্নপত্র দেখালে সবাই সচেতন হয়ে যায়। সচেতনতায় তারা ইংরেজি শব্দ অনেক ব্যবহার করলেও হিন্দি শব্দ সচেতন ভাবেই বর্জন করে। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে তারা প্রচুর হিন্দি শব্দও ব্যবহার করে। বিশেষ করে আড্ডা, আনন্দ ও আমোদ-প্রমোদের সময়। এ সময় তারা হিন্দি শব্দের সাথে ইংরেজি শব্দও বলে। আর তাই এ সকল শব্দ সংগ্রহে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। তথ্য দাতাগণদের বয়স এবং তাদের সংকেত মিশ্রণের পরিমাণ-

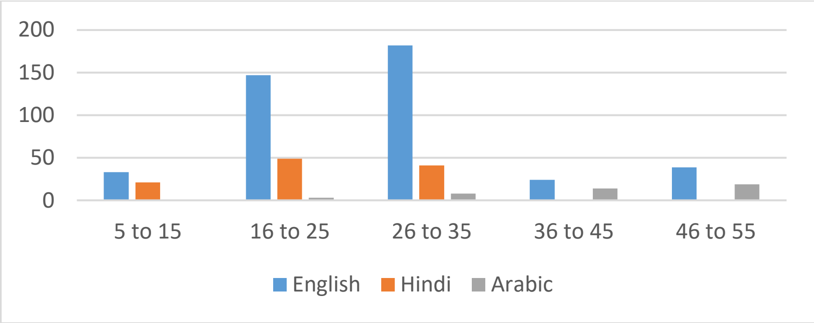

আলোচ্য গবেষণার অন্যতম একটি প্রধান উদ্দেশ্য, কোন বয়সের ব্যক্তিরা সমাজে সবচেয়ে বেশি সংকেত মিশ্রণ করে তা নির্ণয়। আর আপাত দৃষ্টিতে উপরূক্ত সারণী থেকে বোঝা যায় সবচেয়ে বেশি সংকেত মিশ্রণ করে ২৬-৩৫ বছর বয়সি এবং ১৬-২৫ বছর বয়সীরা। আরো সূক্ষ্ম ভাবে বিশ্লেষণের লক্ষ্যে গাণিতিক বিশ্লেষণের (প্রচুরক) এর মাধ্যমে দেখা যায় ২৭.৩৪ বছর বয়সি ব্যক্তিগণ বাংলা ভাষায় সবচেয়ে বেশি সংকেত মিশ্রণ করে।

৮.১ বয়স ভেদে সংকেত মিশ্রণের ধরণ

বয়স ভেদে ব্যক্তির সংকেত মিশ্রণের ধরনে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। দেখা যায়, বয়স ভেদে মিশ্রিত কোডও বিভিন্ন ভাষাতে হয়ে থাকে। যেমন অল্প বয়সি (৫ - ১৫) ব্যক্তি আরবি শব্দ একেবারেই ব্যবহার করেনি, কিন্তু বেশি বয়স্ক ব্যক্তি (৪৬ - ৫৫) প্রচুর আরবি শব্দ ব্যবহার করলেও হিন্দি শব্দ একটাও ব্যবহার করে না।

৮.২ বাংলা ভাষায় ভিন্ন ভাষার সংকেত মিশ্রণের শতকরা হার

শতকরার মাধ্যমেও আমরা সংকেত মিশ্রণের পরিমাণ ও ভিন্ন ভিন্ন ভাষার সংকেত মিশ্রণ দেখাতে পারি যা নিম্নরূপ-

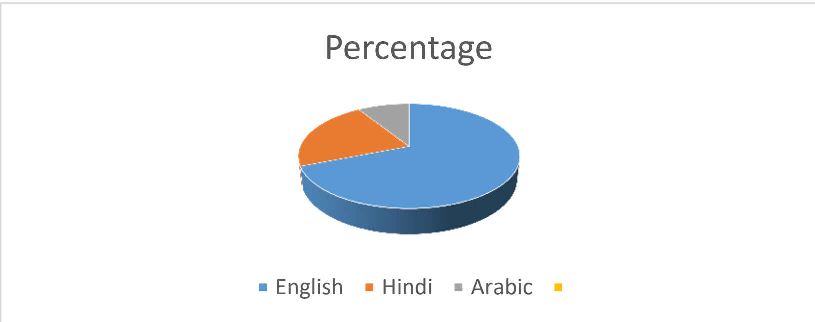

দেখা যায়, বাংলাতে সংকেত মিশ্রণের একটি বৃহৎ অংশ জুড়ে (৬৯%) আছে ইংরেজি ভাষার স্থান। হিন্দি ভাষার মিশ্রিত অংশও (২২%) নিতান্ত কম নয়। আরবি সংকেত মিশ্রণও (৯%) বাংলা ভাষার একটি অংশ জুড়ে আছে। তবে বয়স, পরিবেশ, শিক্ষা ভেদে এ হারের পার্থক্য দেখা যায়। এখানে উল্লেখ্য যে ইংরেজি সংকেত মিশ্রণ আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক দুই পরিস্থিতিতেই ব্যবহার করা হয় কিন্তু হিন্দি সংকেত মিশ্রণের সকল উদাহরণ বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে শুধু অনানুষ্ঠানিক পরিস্থিতিতেই পেয়েছি। আনুষ্ঠানিক পরিস্থিতিতে হিন্দি সংকেত মিশ্রণ করা হয় না সচেতনভাবেই।

৯. উপসংহার

আলোচ্য গবেষণার মাধ্যমে যে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে তা হল বর্তমানে বাংলা ভাষায় ইংরেজি, হিন্দি ও আরবি ভাষার সংকেত মিশ্রণের প্রবণতা ব্যাপক। প্রায় সর্বস্তরেই সংকেত মিশ্রণ করা হচ্ছে লক্ষণীয়ভাবে, তবে যুব সমাজ এবং তরুণ সমাজের মধ্যে এ প্রবণতার হার তুলনামূলক বেশি। এর মধ্যে ইংরেজি শব্দ মিশ্রণের ব্যাপকতা সবচেয়ে লক্ষ্যণীয়, সমাজের উচ্চশ্রেণি থেকে একদম নিম্ন শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজি শব্দের মিশ্রণ করে থাকে। ছোট ছোট বাংলা শব্দগুলোর স্থান দখল করে নিচ্ছে ইংরেজির ছোট ছোট শব্দগুলো। আবার গৃহিনী বা ছোট বাচ্চারা যাদের বিনোদন শুধু টেলিভিশন তাদের ভাষাতেও হিন্দি শব্দ স্থান করে নিচ্ছে আশঙ্কাজনকভাবে । আরবি শব্দ ব্যবহার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই শুধু ধর্মীয় কারণে হচ্ছে। তবে বয়স্ক ব্যক্তিদের মধ্যে আরবি শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা তুলনামূলক বেশি থাকলেও হিন্দি শব্দের উপস্থিতি প্রায় শূন্যের কোঠায়। সুতরাং একজন ব্যক্তির সংকেত মিশ্রণের হার এবং কোন ভাষার সংকেত মিশ্রণের প্রবণতা ওই ব্যক্তির মধ্যে সবচেয়ে বেশি তা অনেক ক্ষেত্রেই তার বয়সের তারতম্য সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে। তবে একজন ব্যক্তির সংকেত মিশ্রণের পেছনে তার শিক্ষাগত যোগ্যতা, পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ, ধর্ম ও জীবনাচরণ অনেক ক্ষেত্রেই প্রভাবক হিসেবে কাজ করে। তাই এক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির সংকেত মিশ্রণের প্রবণতা বিশ্লেষণের জন্য এসকল প্রভাবক গুলো নিয়ে সমন্বিতভাবে আরো বড় পরিসরে গবেষণার সুযোগ রয়েছে ।

পরিশিষ্ট-১

প্রশ্নপত্র-

১) আপনার নাম কী?
২) আপনার পেশা কী?
৩) আপনার বয়স কত?
৪) আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা কোন পর্যন্ত?
৫) আপনি সারাদিন কী কী কাজ করেন?
৬) প্রত্যেক দিন ব্যবহার করেন এরূপ কিছু যন্ত্রের নাম ও তার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কিছু বলুন।
৭) বর্তমানে যুদ্ধঅপরাধীর বিচার প্রক্রিয়া ও শাস্তি বিষয়ে কিছু বলুন।
৮) দ্রব্যমূল্যের উর্দ্ধগতি ও আপনার জীবন বাস্তবতা, এ দুটি মিলিয়ে কিছু বলুন।
৯) বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনার অভিমত?

তথ্যপঞ্জি

আলী, জীনাত ইমতিয়াজ (২০১২) । *ধ্বনিবিজ্ঞানের ভূমিকা*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স

আজাদ, হুমায়ন (২০০৯) । *অর্থবিজ্ঞান* । ঢাকা: ওসমান গনি প্রকাশনী

আজাদ, হুমায়ন (১৯৯৪) । *বাক্যতত্ত্ব*। ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

নাথ, মৃণাল (১৯৯৯) । *ভাষা ও সমাজ*। কলকাতা: নয়া উদ্যোগ

শ', রামেশ্বর (১৪০৩) । *সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা*। কলকাতা: পুস্তক বিপণি

মোরশেদ, আবুল কালাম মনজুর (২০০২) । *আধুনিক ভাষাতত্ত্ব*। ঢাকা: অনন্যা

হক, মহাম্মদ দানীউল (২০০২) । *ভাষাবিজ্ঞানের কথা*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স

Bhatia, T.K, & Ritchie, W.C. 2004. Social and Psychological Factors in Language Mixing. In W.C n.d. Retrive from https://www.researchgate.net/profile/Tej-Bhatia/publication/229707383_Social_and_Psychological_Factors_in_Language_Mixing/links/5b1fe986aca272277fa7fe6`1/Social-and-Psychological-Factors-in-Language-Mixing.pdf 12/9/21

Bhatia, T. K., & Ritchie, W. C. (Eds.). (2014). *The handbook of bilingualism and multilingualism*. John Wiley & Sons

Hockett, C. (1958). *A Course in Modern Linguistics*. New York: The Macmillan Company

Kim, E. (2006). Reasons and Motivations for Code-Mixing and Code-Switching. TESOL Journal. Vol.4, No.1, pp. 43-61 @2006. http://www.tesoljournal.com. October 18th 2014

"Linguistic Code-switching" n.d. Retrive from https://www.unitedlanguage group.com/blog/linguistic-code-switching 03/10/21

Romaine, S. (1995). *Bilingualism*. Oxford, UK: Blackwell Publishing

Suwito, (1983). *Sosiolinguistik: Teori dan Problema*". Henary Offset: Surakarta

Wardhaugh, R. (1986). *An Introduction to Sociolinguistics*. Great Britain: Hrtnolls Ltd, Bodmin

Wardaugh, R. (1998). *An Introduction to Sociolinguistics*. New York: Brasil Blackwell